তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদের জীবন বৃত্তান্ত

তথ্য বিবরণী ঃ ভাষা সৈনিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদ ১৯৩১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে। পিতা মৌঃ ইব্রাহিম ছিলেন মুন্সিগঞ্জের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি।

ইয়াজউদ্দীন আহমদ ১৯৪৮ সালে মুন্সিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৫০ সালে মুন্সিগঞ্জেরই হরগঙ্গা কলেজ থেকে আইএসসিতে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে বিএসসি এবং ১৯৫৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী নিয়ে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষা জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে এমএস এবং ১৯৬২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

গবেষক ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদের এরপর শুরু হয় শিক্ষকতা জীবন। পিএইচডি লাভের পর

তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তার ছাত্রজীবনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সহকারী অধ্যাপক হিসেবে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে এ বিভাগে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৭৬-৭৯ সালে পরপর তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান পদ ছাড়াও ১৯৭৫-৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ আহম্মেদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনও ছিলেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন ১৯৯১-৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৯৫-৯৯ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

২০০২ সালে তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন।

শিক্ষকতার মহান পেশাকে অধ্যাপক আহম্মেদ দেশের বাইরেও বিস্তৃত করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৮৪ সালে বার্লিনের জার্মান টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানির বুন্টেহফে অবস্থিত রিসার্চ সেন্টার এবং জার্মানির গাটিনজেনস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জার্নালে অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদে ১২৫টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮টি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে বিদেশী পত্র-পত্রিকায়। তিনি উপকূলবর্তী এলাকায় ধান গাছের লবণাক্ততা প্রক্রিয়ার ওপর যে গবেষণা করেছেন তা দেশের কৃষি ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এতে তিনি বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় উচ্চ ফলনশীল ধানের বাছাইকরণ ও বিভিন্ন সময়ে মাটিতে লবণাক্ততার প্রভাব নিরূপণ করেন। মাটিতে গাছের খাদ্য উপাদান বহুদিন যাবৎ সংরক্ষণ করা এবং গাছের চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করার পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হন। এ আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসেবে আমেরিকায় বিশেষভাবে তাকে সম্মানিত করা হয়।

দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্বভাবজাত। ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত শিক্ষক আন্দোলনের তিনি ছিলেন আহবায়ক।

১৯৯১ সালে অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দিন ... তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ... সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ... ডঃ ইয়াজউদ্দিন ... জাতীয় ...

... যুক্তরাষ্ট্রে ... ছেলে আদম ... বর্তমানে চাকরিরত। ... আহমদ অবিবাহিত এবং ... অধ্যয়নরত। প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন ... ২০০২ সালে ৫ সেপ্টেম্বর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।